তথ্য ও পরিসংখ্যান
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

দৈনিক ইনকিলাব
তারিখ 01 APR 1989
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3
২৮
038

# শিক্ষাঙ্গন

## শিক্ষা সমস্যা

বাংলাদেশে শিক্ষাক্ষেত্রে এখনোও বহু সমস্যা বিরাজমান। শিশু শিক্ষা থেকে শুরু করে উচ্চতর শিক্ষা ক্ষেত্রে পর্যন্ত এই সমস্যা দৃশ্যমান। প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক না হওয়ার দরুন বিদ্যালয়ে পড়ার উপযোগী বহু শিশুই বিদ্যালয়ে যায় না। এর অন্যতম কারণ হিসেবে রয়েছে পারিবারিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সমস্যা। শিক্ষার পরিবেশ ও মান নিয়েও বহু কথা রয়েছে। দেশের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে রাজনৈতিক প্রভাব এবং অস্ত্র প্রতিযোগিতার কারণে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় থাকে না। উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নির্দিষ্ট সময় পার হবার পরও ভর্তির তারিখ জানানোর ক্ষেত্রে গরমিল পরিলক্ষিত হয়।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি সমস্যা একটি উল্লেখযোগ্য সমস্যা। বিভিন্ন বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির একটা নির্দিষ্ট সীমা থাকে। ফলে বহু ছাত্র-ছাত্রী এই সীমাবদ্ধতার কারণে বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারে না। আবার এমন অবস্থাও পরিলক্ষিত হয় কোন কোন বিদ্যালয়ে অতিরিক্ত ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হয়। ফলে শিক্ষা উপকরণের সীমাবদ্ধতার কারণে উদ্ভব ঘটে নানা সমস্যার। বিঘ্ন ঘটে শিক্ষার যথার্থ পরিবেশ সৃষ্টিতে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা এবং সেশনজট ইত্যাদি সমস্যাগুলো সৃষ্টি করছে বহু জটিল পরিস্থিতির। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা সংক্রান্ত কিছু কিছু অনিয়মের কারণে অনেক মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীই সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির আশা পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়।

কয়েক বছরের সেশনজটের কারণে হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী চাকরির নির্দিষ্ট বয়সসীমা অতিক্রান্ত হয়ে যায়। ফলে হতাশা নেমে আসে সেসব শিক্ষার্থীর মনে। এসব ছাড়াও রয়েছে পরীক্ষার তারিখ বার বার পিছানো, যথাযথ সময়ে পরীক্ষার রেজাল্ট প্রদান না করা। অনার্স কোর্সে নির্দিষ্ট ৫ বছরের জায়গাতে অতিরিক্ত বছর লাগা, হোস্টেলে স্থান সংকুলান না হওয়া ছাড়াও বহুবিধ সমস্যা যা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার নিম্নমুখী মানকেই নির্দেশ করে। এখনো বহু কলেজই রয়েছে যেখানে বিভিন্ন সমস্যার কারণে মাধ্যমিক পর্যায়ের ক্লাস নিয়মিত হতে পারে না। ফলে ছাত্ররা পরীক্ষা দিতে নিরুৎসাহী হয়। অবস্থার প্রেক্ষাপটে আমরা এটাই ধরে নিতে পারি শিক্ষা ব্যবস্থায় আমাদের সবচাইতে বড় অভাব নিশ্চয়তার। শিক্ষা ক্ষেত্রে বিরাজিত বহু অনিয়মের কারণে অভিভাবকগণ সন্তানদের সুষ্ঠু শিক্ষা জীবনের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বিগ্ন। তবুও এ সমস্যা সংকুল শিক্ষার পরিবেশে আমরা ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষা অর্জনে নিজেদের ব্যাপৃত রেখেছি। সুশিক্ষার জন্য প্রয়োজন সমস্যামুক্ত শিক্ষার পরিবেশ। কারণ শিক্ষাই সভ্যতার ধারক ও বাহক। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় বিরাজিত সমস্যাগুলোর জরুরী সমাধান প্রয়োজন। সে লক্ষ্যে সুষ্ঠু শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন অপরিহার্য।

—ফাহীম নাজ স্বর্না

## প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারে জনগণের ভূমিকা

প্রাথমিক শিক্ষা আমাদের দেশে অতীতকালে পুরোপুরিরূপে জনগণের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল। অতীতে জনসাধারণ শিক্ষার মূল্য ও গুরুত্ব উপলব্ধি করে তাদের এলাকার ছেলেমেয়েদের জন্য নিজেরাই চেষ্টা করে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করতেন। জনসাধারণের সঙ্গে সে সময়ে শিক্ষানুরাগী ধনাঢ্য ব্যক্তি ও জমিদারগণও নিজেরা টাকা-পয়সা খরচ করে নিজ নিজ গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতেন। স্কুলের স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণে শিক্ষকদের বেতন দান, ছাত্র-ছাত্রীদের বিদ্যালয়ে ভর্তি করা ও ধরে রাখা প্রভৃতি কাজে তখন জনগণের ভূমিকা ও উদ্যোগ ছিল স্বতঃস্ফূর্ত ও মুখ্য। সে সময়ের প্রাথমিক ও বুনিয়াদি শিক্ষার ইতিহাসে দেখা যায়, এলাকা ও গ্রামবাসী চাঁদা দিয়ে স্কুল ঘর তুলেছে। জনগণের উদ্যোগ ও প্রচেষ্টায় স্থাপিত ও পরিচালিত স্কুলে লেখাপড়ার মান নিঃসন্দেহে যে উৎকৃষ্ট ছিল তা স্মরণ করে বর্তমানে দেশের প্রবীণরা প্রায়ই দীর্ঘশ্বাস ছাড়েন।

যেহেতু স্কুল জনগণের প্রত্যক্ষ চাঁদা ও শ্রমে স্থাপিত, সেহেতু তারা স্কুলে শিক্ষকদের কাজকর্ম ও উপস্থিত-অনুপস্থিতির প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন। শিক্ষকগণও মনে করতেন, স্থানীয় স্কুল কর্তৃপক্ষ সরাসরি তাদের বেতন দিচ্ছেন। তাই শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার মান আশানুরূপ না হলে অবশ্যই জবাবদিহি হতে হবে। শিক্ষকরা সেই প্রেক্ষিতে স্কুলে প্রাণপণ খেটে পড়াতেন এবং ছেলেমেয়েদেরকে আদর্শ শিক্ষায় শিক্ষিত করতে চেষ্টা করতেন।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর দেশবাসীর প্রত্যক্ষ শিক্ষা ব্যয় লাঘব হবে বিবেচনায় ১৯৭৩ইং সনের জুলাই মাস থেকে দেশের প্রায় সাঁইত্রিশ হাজার প্রাথমিক স্কুলের সার্বিক পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করে সমগ্র প্রাথমিক শিক্ষাকে সরকারীকরণ করা হয়। এইরূপ জাতীয়করণের ফলে দেশের জনগণ প্রাথমিক স্কুল থেকে দূরে সরে একেবারে যেন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

জাতীয়করণের পর থেকে সরকার প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নের জন্য কোটি কোটি টাকা খরচ করে স্কুল ঘর তৈরী ও মেরামত করছেন, আসবাবপত্র ও শিক্ষার উপকরণ বিতরণ করছেন। প্রায় পৌনে দু'লাখ শিক্ষকের বেতন-ভাতা দিচ্ছেন, সরকারী অর্থে বই রচনা ও মুদ্রিত করে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করছেন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিদর্শন কাজ জোরদার করার জন্য ২১৩৪টি সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসারের পদ সৃষ্টি করে সেগুলোতে লোক নিয়োগ দান করছেন। প্রথম ও দ্বিতীয় সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প গ্রহণ করে তা বাস্তবায়নের মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা খরচ করা হচ্ছে। কিন্তু দেশের শিক্ষিতের হার বাড়ছে না, শিক্ষা ক্ষেত্রে বাঞ্ছিত উন্নতি পরিলক্ষিত হচ্ছে না।

জরিপ ও পর্যালোচনায় দেখা যাচ্ছে যে, দেশের জনগণ বর্তমানে স্কুল সম্পর্কে অতীতে ও পূর্বের মত জড়িত নন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে তারা সরকারের উপর নির্ভরশীল। প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার ঘটিয়ে দেশের নিরক্ষরতা দূরীকরণ করে শিক্ষিতের হার বৃদ্ধির মাধ্যমে আমরা যদি দেশের উন্নতি করতে চাই তাহলে প্রাথমিক শিক্ষা প্রসার প্রকল্পের সঙ্গে ও প্রতিটি বিদ্যালয়ের কার্যক্রমের সঙ্গে জনগণকে অবশ্য জড়িত করতে হবে। কারণ জনগণ বিচ্ছিন্ন থাকলে যে কোন সরকারী প্রচেষ্টাই নেয়া হোক— তা কখনো পুরোপুরি সার্থক হয়ে উঠে না।

—সিরাজ হক